পর্ব

পর্ব-৭, তুমি এক দূরতর দ্বীপ

Team Lost Modesty

November 10, 2019

5 MIN READ

আরেকটা সিচুয়েশন ধরো, তুমি বাসায় বিয়ের কথা বললে, আলহামদুলিল্লাহ বাসায় বিয়ে দিতে রাজি হলো, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করে তোমার সাথে বিয়েতে বসবে এমন দ্বীনদ্বার কোনো মেয়ে পাওয়া গেলনা। কিন্তু নন প্র্যাকটিসিং মেয়ে রাজি ? তাহলে কী করবে?

বিয়ে করবেনা। কেন করবেনা তার উত্তর আগের পর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ধৈর্য ধরো। আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকো। আর্থিক সামর্থ্য উপার্জনের চেষ্টা করতে থাকো। আর দ্বীনদার মেয়ে খুঁজতে থাকো। আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেবেন ইনশা আল্লাহ।

একটা কথা ভাই, যদি বাবা মা রাজি থাকে, মেয়েও পাও, শুধু ভালো চাকুরী নেই, অল্প টাকা আয় রোজগার এই কারণে বিয়েতে দেরী কোরোনা। আল্লাহর ওয়াদা যে বিয়ের মাধ্যমে তিনি মানুষকে রিযিক বাড়িয়ে দেন।

"আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আন-নূর, আয়াতঃ৩২)

তাঁর ওপর তাওয়াক্কুল করে বিয়ে করে ফেল। একটুকুও দেরি করোনা। কতো যুবক যুবতী এই সুযোগের অপেক্ষায় অস্থির হয়ে দিন গুনছে আর তুমি সেই সুযোগ পাবার পরেও এভাবে হেলায় নষ্ট কোরোনা। নিজের পাপের ভার আর বাড়িয়োনা।

যদি এমন সিচুয়েশন হয় যে মিয়া বিবি এবং ফ্যামিলি সবাই রাজি। সবাই অপেক্ষা করে আছে কবে মিয়া আর বিবির পড়াশোনা শেষ হবে, অথবা ভালো একটা চাকুরী পাবে...

এটাও মারাত্মক রকমের ভুল কাজ। এরকম সিচুয়েশনে অবশ্যই কোনোকিছুর জন্য অপেক্ষা না করে বিয়ে করে ফেলা উচিত। আকদ করে রাখা হলো পরে না হয় ওয়ালিমা করা হল। এই রকম অবস্থায় মিয়া বিবি অনেক অনেক গুনাহ করে ফেলে। এমনকি যিনা পর্যন্ত। তুমি যদি এরকম অবস্থায় নিজেকে আবিষ্কার করো তাহলে অবশ্যই বিয়ে করে ফেলবে। ওয়ালিমা না হয় পরেই কইরো।

বিয়ের কথা বাসায় বলা, বাবা মাকে রাজি করানো, মেয়ে দেখা, বলে-ব্যাটে মেলা, চার চোখ এক হওয়া খুব লম্বা, দীর্ঘ একটা প্রসেস। আজকে বাসায় বললা আর আগামীকাল বাসার লোকজন তোমাকে এসে বলল- 'ওঠ ছোঁড়া তোর বিয়ে...' এরকম ভাবলে স্বপ্নভঙ্গ হতে খুব বেশি সময় লাগবেনা। তোমার দুই চোখে হয়তো ছিল ব্যাকুল স্থপতির মতো শুধুই জীবন গড়ার নেশা কিন্তু পৃথিবী তোমাকে ভুল বুঝবে। তোমার দু'চোখে দেখবে শুধু জৈব রসায়নের অনল। অনেক কটু কথা শোনা লাগতে পারে তোমাকে, অনেক অপমান, ট্যাড়া ট্যাড়া মন্তব্য, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ। বাবা মাকে রাজি করাতে, মেয়েকে খুঁজে পেতে, মেয়ের বাবা মাকে রাজি করাতে অনেক সময় লাগতে পারে। সেই মধুররাতে বালিকার হাত ধরে স্বপ্নের প্রহর শুরুর আগ পর্যন্ত তোমাকে পেছনে ফেলে যেতে হতে পারে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের এক সময়। পাড়ি দিতে হতে পারে লম্বা বন্ধুর এক পথ। এই কথাগুলো যেন মাথায় থাকে। এবং এই কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা না থাকলে, জীবনের সুকঠিন কংক্রিটে ঠোকর খেতে না চাইলে, হে আমার বিয়ে পাগল ভাইটি, জেনে রাখো তোমাকে নিশ্চিত দুঃখ পেতে হবে। কাঁদতে হবে।

* * *

আরেকটা কথা এখানে বলেই ফেলা যায়। অনেক ভাই আছেন, যারা চোখের হেফাযত করেন, হারাম রিলেশন, মুভি সিরিয়াল

নাটকের কথা শুনলে সাপ দেখে চমকে দূরে সরে যাবার মতো দূরে সরে যান। এক কথায় পবিত্র জীবন যাপন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিয়ের পরে বউকে কীভাবে কতক্ষণ আদর করবেন ইত্যাদি ভেবে দিনরাত পার করেন (এই বিষয়গুলো বিয়ের দিন সকালে বা বিয়ের পর অভিজ্ঞ কারো কাছ থেকে বা বইপত্র পড়ে জেনে নেওয়া উচিত। আগে এসব জানলে পর্ণ দেখা বা হস্তমৈথুন বা ব্যাভিচারে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপক সম্ভাবনা থাকে)। এসব ভাবতে ভাবতে কেউ কেউ মাস্টারবেট করে ফেলেন কখন বা পর্ণসাইটে চলে যান তা টের পাননা। চতুর শয়তান এই চিন্তাভাবনাগুলো দিয়ে অনেককেই ঘোল খাইয়ে ছাড়ে। এই চিন্তাগুলো থেকে সাবধান থাকবো। এই চিন্তাগুলো আমাদের মাথাতে আসতে পারে। কিন্তু তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবেনা কোনোমতেই। একটু সুযোগ দিলেই আমাদের দিয়ে পাপ করিয়ে ছাড়বে। মাস্টারবেট বা পর্ণ না দেখলেও আমরা যে অশ্লীল চিন্তা করছি এটাতেই তো আমার পাপ হচ্ছে। রাস্তার একটা মেয়েকে নিয়ে চিন্তা করাও যেমন পাপ তেমনি ভবিষ্যৎ বউকে নিয়ে চিন্তা করাও পাপ। ... আমি তো আমার হবু বউকে নিয়েই ভাবছি অন্য কাউকে নিয়ে তো নয়... ওয়েল, তুমি কি তাকে বিয়ে করেছো? আমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবা যে এই মেয়ের সাথেই তোমার বিয়ে হবে?

শেষমুহূর্তের ঝড়ে কতো নিশ্চিত বিয়ে ভেঙ্গে গেলো। এই ভুল করবেনা। সে এখনো বেগানা নারী। এখনো তোমাদের বিয়ে হয়নি। এখনো তার সাথে পর্দা মেইন্টেইন করতে হবে।

বিয়ে ঠিক হবার পর বিয়ে হবার আগ পর্যন্ত ফেইসবুকের ইনবক্সে টেম্পু চালাবোনা, সম্পর্কসহজ করা, পরস্পরকে জেনে নেবার উসীলায় ফোনে কথা বলবোনা। রেস্টুরেন্ট, সিনেমাহলের অন্ধকার বা পার্কের চিপাচাপা খুঁজবোনা। এই সময়টা অত্যন্ত নাজুক এক সময়। নিজে জেনেছি, শুনেছি, দেখেছি এই নাজুক সময়ে পোলাপান ধুমায়ে সেক্সচ্যাট করছে, ফোনে অশ্লীল সব কথা বলছে বা বিয়ে তো হবেই, কাজেই এখনই সব কিছু করে ফেললে দোষ কি, এই চিন্তা করে বিছানায় শুয়ে পড়ছে!
ভাই সাবধান, এসব কাজ ভুলেও, ভুলেও করবেনা। এগুলো সুস্পষ্ট সব জিনা। আল্লাহকে ভয় করি ভাইয়া। আমরা আল্লাহকে ভয় করি।

এই নষ্ট হয়ে যাওয়া পৃথিবীতে ভালো মেয়ে কি পাবো, প্রেম না করলে ফ্রেশ মেয়ে পাবনা, এরেঞ্জড ম্যারেজ করা মানে সেকেন্ডহ্যান্ড, অন্যের ইউজড জিনিস বিয়ে করা, প্রেম না করলে অচেনা অপরিচতার সঙ্গে মনের মিল হবেনা এ ধরণের চিন্তা ভাবনা ভুলেও করবোনা। ভাইয়া দেখো, যারা ভালো মেয়ে, যারা পবিত্র মেয়ে, তোমার বা তুমি যাদের কাছে এই নেতিবাচক কথাগুলো শোনো তাদের সাথে এসে ইনবক্সে গুতাগুতি করবেনা, ঢলাঢলি করবেনা। জাস্ট ফ্রেন্ড, বেস্ট ফ্রেন্ড কালচার, রিকশায় ঘোরাঘুরি করা, প্রেম করা, চাইলেই ভালোবাসার প্রমাণ দেখানোর জন্য ভিডিও কলে কাপড় খোলা বা লিটনের ফ্ল্যাটে যাওয়া তো বহুত দূরের কথা!এই শ্রেণীর মেয়েদের দেখেই পৃথিবীর তাবৎ মেয়ে সম্পর্কেএমন বাজে ধারণা করে ফেললাম আমরা?

ভাই দেখ, অনেক ভালোমেয়ে আছে। তুমি যেমন এই ঘোর কলুষতার বর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে রাখার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধ করে যাচ্ছো, বিশ্বাস করো তেমনি এই একই আকাশের নিচে, একই পৃথিবীর বুকে অসংখ্য বোনেরাও দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে যাচ্ছে, অপেক্ষা করে আছে কবে পবিত্রতার ঘোড়ায় চড়ে আসবে তার রাজপুত্র। কবে এই দমবন্ধ হয়ে আসা পৃথিবীতে তারা দুজনে মিলে দুরুমের ভাড়া বাসায় একটুকরো জান্নাত রচনা করবে। এসবের কতোটুকুই বা তুমি জেনেছো? ভেবেছো?

> '"যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আর ধৈর্য ধরে, আল্লাহ্ এমন ভালো মানুষদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" [সূরা ইউসুফ ১২ঃ৯০]

> "দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকে যা বলে এরা তা থেকে পবিত্র; এদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।" [সূরা আন্-নূর ২৪ঃ২৬]

ভাই চতুর্দিকে ভালোবাসার আকাল দেখে তুমি হতাশ হবেনা। যদি তুমি পবিত্র থাকো, যদি তোমার ভালোবাসা, জীবনসঙ্গিনীর জন্য অপেক্ষা মৌলিক হয় তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে নিশ্চিত ভালো একজন মেয়ের সাথে জুড়ি বেঁধে দিবেন।জীবনের ভালোবাসা হয়তো কোনো এক ভোরে চুপ করে কড়া নাড়বে তোমার দরজায়।
দেইখো।